ইউনিট ৫

আখিরাত

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। এটাই হল আখিরাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যে জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদার মূলকথা এটাই। পার্থিব জীবনে মানুষের কৃতকর্মের যথাযথ ও পরিপূর্ণ ফল ভোগ করার জন্য একটি অনন্ত জীবন প্রয়োজন আর সেটাই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষকে গড়ে তোলে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির অনুভূতিশীল মানুষরূপে। মানব জীবনের তিনটি পর্যায় রয়েছে, যথা-আলমে আরওয়াহ (আত্মিক জগত), আলমে দুনিয়া (পার্থিব জগত) এবং আলমে আখিরাত (পরজগত)। সুতরাং পার্থিব জগতের শেষে অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু হয় আলমে আখিরাতের অনন্ত জীবন। আর সেটাই মানুষের প্রকৃত জীবন।

অতএব আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস। তাই আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : আখিরাত জীবনের পরিচয়

❖ পাঠ-২ : কিয়ামত ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলি

❖ পাঠ-৩ : বেহেশত ও দোযখ

পাঠ-১

আখিরাত জীবনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আখিরাতের পরিচয় দিতে পারবেন;
- আখিরাতের দু'টি পর্যায় সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন;
- আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আখিরাতের পরিচয়

ইহকালই জীবনের শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে। সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। এটাই হলো আখিরাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা এটাই। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো :

'আখিরাত' শব্দটি اخر শব্দ হতে উদ্ভুত। এর আক্ষরিক অর্থ শেষ, পরে, পরবর্তী, পরজীবন, শেষ পরিণতি, শেষ ফল, দ্বিতীয় জগৎ ও কিয়ামত ইত্যাদি।

মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে। অতএব আখিরাত অর্থ পারলৌকিক জীবন।

ইসলামী পরিভাষায় আখিরাতের সংজ্ঞা হচ্ছে-"মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে 'আখিরাত' বলে"। অতএব আখিরাত অর্থ পারলৌকিক জীবন। মানবাত্মা অমর, অনন্ত, মৃত্যু তার শেষ পরিণতি নয়। মানুষ মৃত্যুবরণ করলেই, সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না বা তার অস্তিত্ব একেবারে শেষ হয়ে যায় না; বরং মৃত ব্যক্তি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং তার আরেক নতুন জীবন আরম্ভ হয়। এটাই প্রকৃত, চিরস্থায়ী এবং শাশ্বত জীবন। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নামই আখিরাত বা পরকাল। আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"নিশ্চয় পরকালীন জীবন হল প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এ পৃথিবীকে তিনি অসংখ্য লোভ, লালসা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও চাকচিক্য-মোহনীয়তা দিয়ে সাজিয়েছেন। যাতে সামান্য সময়ের এ দুর্গম গিরি, কান্তর মরু ও বন্ধুর পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে তারা আখিরাতের অনাবিল, অফুরন্ত নিয়ামত, সৌন্দর্য, মুক্তি ও চির আনন্দময় জগতে পৌঁছতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের। মানুষের প্রকৃত আবাসই হল আখিরাত।

يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ

"হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" (সূরা মুমিন : ৩৯) অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

وَٱلآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর আখিরাত হল উত্তম এবং স্থায়ী।" (সূরা আল-আ'লা : ১৭)

আখিরাতের পর্যায়সমূহ

আখিরাতের দু'টি পর্যায় রয়েছে। যথা-

১. আলমে বারযাখ

২. আলমে হাশর।

১. আলমে বারযাখ

মৃত্যু হতে কিয়ামত পর্যন্ত আখিরাত জীবনের প্রথম পর্যায়। এ পর্যায় বা পর্বের নাম 'আলমে বারযাখ'।

বারযাখ অর্থ ব্যবধান, অন্তরায়। দু'টি বস্তুর মধ্যকার সীমারেখা বা পর্দা। মানুষের ইহজীবন ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগত লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছে, তাকেই 'আলমে বারযাখ' বা মধ্যবর্তী জগত বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। এ মর্মে আল্লাহর বাণী হল-

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের সম্মুখে বারযাখ থাকবে উত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনুন : ১০০)

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনটি হল কবরের জীবন। শরীআতের পরিভাষায় এ কবরের জীবনকেই 'আলমে বারযাখ' বলে। মৃত্যুর পরপরই মানুষের পৃথিবীতে কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের ধারা শুরু হয়ে যায়। ব্যক্তি যদি পাপী হয় কৃতকর্মের ফল স্বরূপ সে আজাব ও শাস্তি ভোগ করবে। আর সৎ, খোদাভীরু ও নেকবান্দা হলে সুখ-সম্ভোগ এবং বেহেশতের নাজ- নিয়ামত ভোগ করবে। হাদীসে বলা হয়েছে : "যখন কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখনই তার কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়।"

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায় এই আলমে বারযাখ এবং এর সুখ-শান্তি ও আযাব-শাস্তিকে অস্বীকার করে। অথচ আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা 'আলমে বারযাখ' কে সাব্যস্ত করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী-

وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ -فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদদের মৃত ভেবো না, তারা বরং জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহে তারা তুষ্ট, আনন্দিত, আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করছে। এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৯-১৭০)

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শহীদরা আলমে বারযাখে আল্লাহর তরফ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে পাপীদের শাস্তির ব্যাপারেও আল্লাহর ঘোষণা:

আলমে বারযাখ বা কবর জীবনের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যারা এ সত্য অস্বীকার করে তারা তাদের গোঁড়ামী ও মূর্খতাকেই বরং প্রমাণিত করছে।

وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوۤءُ ٱلْعَذَابِ - ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوۤاْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

"ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট শাস্তি পরিবেষ্টন করে আছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে হাজির করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, হে ফিরাউন সম্প্রদায়! তোমরা কঠিন আযাবে প্রবেশ কর।" (সূরা মুমিন: ৪৫-৪৬)

এ আয়াতে কবরের আযাবের কথা আর কিয়ামত পরবর্তী শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরাইয়া (রা) মহানবী (স) থেকে বর্ণনা করেন : "তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সহীহ মুসলিম)। তিনি অন্যত্র বলেন, "আমি আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে পবিত্র থেকো। কারণ প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণেই কবরের অধিকাংশ শাস্তি হয়ে থাকে।" (সিহাহ সিত্তা)
অন্য এক হাদীসে এসেছে-

القبر روضة من رياض الجنة اوحفرة من حفر النار.

"কবর হল জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত।"
অতএব, আল-কুরআন ও আল-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত 'আলমে বারযাখ' বা কবর জীবনের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যারা এ সত্য অস্বীকার করে তারা তাদের গোঁড়ামী ও মূর্খতাকেই বরং প্রমাণিত করছে।

২. আলমে হাশর

'আলমে হাশর' হল সমবেত হবার জগৎ অর্থাৎ যেখানে মানব ও জিন জাতি তাদের হিসাব- নিকাশের

জন্য উপস্থিত হবে, সেটাকে বলে আলমে হাশর বা মাহশার। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) যখন শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার দেবেন, তখন কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। আর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সৃষ্ট জীব কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে দলে দলে একটি ময়দানে এসে সমবেত হবে। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ বলেন-

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ . قَالُواْ يَٰوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ

"আর যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।" (সূরা ইয়াসীন : ৫১-৫২)

সেদিন আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতিকে উপস্থিত করবেন বিচারের জন্য। আল্লাহ বলেন-

وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً

"তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দেবনা।" (সূরা আল-কাহাফ : ৪৭)

অতপর সৎ-অসৎ, নিষ্পাপ-পাপী ও মুমিন-মুশরিক কাফিরদের দিয়ে বিচারের কাজ শুরু হবে। প্রত্যেকের নিকট তার আমলনামা উপস্থিত করা হবে। সে আমলনামায় পৃথিবীতে তার কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রেকর্ড করা থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

হিসাব-নিকাশের পর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে জান্নাতী। আর বেঈমান-কাফির-মুশরিক এবং অপরাধীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً

"আর যখম আমলনামা তাদের সামনে রাখা হবে, তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে আছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না।" (সূরা কাহাফ : ৪৯)

অতঃপর এ হিসাব-নিকাশের পর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে জান্নাতী। আর বেঈমান-কাফির-মুশরিক এবং অপরাধীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

আল্লাহ বলেন, "অতঃপর সেদিন যার (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবীয়া।" (সূরা কারিয়াহ : ৬-৯)

আখিরাত বিশ্বাসের আবশ্যকতা

প্রথমত : আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন একটি খেলাঘরের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ

"এ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত জীবন।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৬৪)

অনত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمْوَالِ وَٱلأَوْلاَدِ

"পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক হিংসা-বড়াই, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরা আল-হাদিদ : ২০)

'পার্থিব জীবন হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্র স্বরূপ' বান্দা এখানে যেমন বীজ বপন করবে, পরকালে তেমন ফলই পাবে।

এ ক্ষণস্থায়ী জীবন তবে অনর্থক নয়। কেননা এটাই আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ের সময়।

মহানবী (স) এ মর্মে বলেন- "পার্থিব জীবন হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্র স্বরূপ।" বান্দা এখানে যেমন বীজ বপন করবে, পরকালে তেমন ফল পাবে, দুনিয়াতে যেরূপ কাজ করবে, আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে।

দ্বিতীয়ত : ঈমান বিল-আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম মৌলিক আকীদা। ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও প্রত্যেকটি মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। এ বিশ্বাস মানবের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, তারা আল্লাহর নিকট হতে আলমে বারযাখে পুরস্কৃত হবে।

তৃতীয়ত : আর যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং সৎ কাজ সম্পাদন করে না, তারা আলমে বারযাখে তথা কবরে ও পরকালে জাহান্নামের অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করবে।
মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

"আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব এবং পরে তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০১)

এখানে দু'বার শাস্তি প্রদান দ্বারা একটি আলমে বারযাখে ও অপরটি কিয়ামতের বিচারের পরের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থত : আখিরাত জীবনের ঘটনাবলি মানব জ্ঞানের বহির্ভূত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনা, কবির কল্পনা এবং তাপসদের ধ্যান-ধারণা দ্বারা পারলৌকিক জীবনবোধ সম্পর্কে আবিষ্কার করা যায় না। মৃত্যু যবিনকার ওপারে কি আছে? তা দেখার মত চোখ মানুষের নেই। বিচার-বিশ্লেষণ করার মত বুদ্ধি নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে মানব জাতির কাছে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা-ই মানবকে বিশ্বাস করতে হবে। একমাত্র ওহী জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস।

বস্তুত পার্থিব জীবনে মানুষের কৃতকর্মের যথাযথ পরিপূর্ণ ফল ভোগ করার জন্য একটি অনন্ত জীবন প্রয়োজন। আর সেটাই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষকে গড়ে তোলে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহি রূপে। মানব জীবনের তিনটি পর্যায়ে তথা আলমে আরওয়াহ (আত্মিক জগত), আলমে দুনিয়া (পার্থিব জগত) আলমে আখিরাত (পরজগত)। সুতরাং পার্থিব জগতের শেষে অর্থাৎ মানবের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু হয় আখিরাতের অনন্ত জীবন। আর সেটাই মানুষের প্রকৃত জীবন।

অতএব আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস। তাই আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের মৃত্যুর পর হতে যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয় একে আখিরাত বা পরকাল বলে। আখিরাত জীবন দু'টি পর্বে বিভক্ত। মৃত্যুবরণ থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা কবর জগত।

কিয়ামত হতে অনন্ত কালব্যাপী দ্বিতীয় পর্ব। এর নাম আলমে হাশর। আলমে হাশরের আরম্ভ আছে

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইহকালই মানব জীবনের-
   ক. শেষ নয়; খ. শেষ;
   গ. সুখের সময়; ঘ. উত্তম সময়।

২. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নাম-
   ক. পার্থিব জীবন; খ. আখিরাত বা পরকাল;
   গ. আলমে হাশর; ঘ. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

৩. আখিরাতের দু'টি পর্যায় হচ্ছে-
   ক. জান্নাত ও জাহান্নাম; খ. মিযান ও পুলসিরাত;
   গ. আলমে বারযাখ ও আলমে হাশর; ঘ. পুনরুত্থান ও বিচার।

৪. শরীআতের পরিভাষায় কবরের জীবনকে বলা হয়-
   ক. আলমে হাশর; খ. আলমে দুনিয়া;
   গ. আলমে আখিরাত; ঘ. আলমে বারযাখ।

৫. কিয়ামতের পর মানব ও জিন জাতিকে হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত করা হবে। একে বলা হয়-
   ক. আলমে হাশর; খ. আলমে বারযাখ;
   গ. আলমে দুনিয়া; ঘ. আলমে আখিরাত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন।
২. আলমে বারযাখ বলতে কী বোঝেন? লিখুন।
৩. আলমে হাশর সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৪. আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে আপনার যুক্তি প্রদর্শন করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন। আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

কিয়ামত ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কিয়ামতের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- কিয়ামতের ছোট নিদর্শনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- কিয়ামের বড় নিদর্শনাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

কিয়ামতের পরিচয়

কিয়ামত হল আখিরাতের একটি পর্যায়ের নাম। কিয়ামত অর্থ-উঠা, দণ্ডায়মান হওয়া এবং পুনরুত্থান। ইসলামের পরিভাষায় যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁৎকারে মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের অধিবাসী এবং সকল বস্তু নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব। অতঃপর সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর নির্দেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে বিশালকার ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় 'কিয়ামত।'

যে দিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁৎকারে মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের অধিবাসী এবং সকল বস্তু নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব, অতঃপর সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর নির্দেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে বিশালকার ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় 'কিয়ামত।'

কিয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন ১০ মুহররম শুক্রবার। এর শব্দ এত বিকট ও প্রচণ্ড হবে যে, তার তীব্রতায় কান, হৃদপিন্ড, কলিজাসহ মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো ফেটে যাবে, মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আকশ ফেটে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বত ধুনিত তুলার ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে। নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হবে। চন্দ্র সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে একত্রিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ . وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ. وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.

"অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় এরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেদিন তা বিশ্রিষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ১৩-১৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ -فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ - وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ - وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

"তারা জিজ্ঞাসা করে, কবে কিয়ামত দিবস? বল, যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত করা হবে।" (সূরা আল-কিয়ামা : ৬-৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ -وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ -وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ -وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়। এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে ও পৃথিবী তার ভেতরে যা আছে তা নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভহবে এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এটাই তার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।" (সূরা ইনশিকাক : ১-৫)

সূরা আল-কারিয়ায় আল্লাহ বলেন :

ٱلْقَارِعَةُ - مَا ٱلْقَارِعَةُ - وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ - يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ

ٱلْمَبْثُوثِ - وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ

"করাঘাতকারী (মহাপ্রলয়)! করাঘাতকারী বা (মহাপ্রলয় কী)? করাঘাতকারী বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনি জানেন কি? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। আর পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত।" (সূরা আল-কারিয়া : ১-৫)

কিয়ামত দিবসে ইসরাফীলের শিঙ্গার ফুৎকার এত প্রচণ্ড ও প্রবল হবে যে, তার প্রচণ্ডতায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর দুগ্ধদাতা মাতা তার শিশু পুত্রকে দুগ্ধদানের কথা ভুলে যাবে।

আল্লাহ আরও বলেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন দুগ্ধদাতা মা বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে দিবে এবং মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত মাতালের ন্যায় দেখাবে। যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।" (সূরা আল-হাজ্জ : ১-২)

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পূর্ণাঙ্গরূপ তুলে ধরে সূরা যিলযালে; বলা হয়েছে-

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَالَهَاوَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالَهَا -وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا -يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا -يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ - فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ -وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ -

"যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, তখন সে তার বোঝা বের করে দিবে এবং মানুষ বলবে এর কি হল? সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল : ১-৮)

আল্লাহ বলেন-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلإِكْرَامِ

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমান্বিত ও মহানুভব।" (সূরা আর-রাহমান : ২৬-২৭)

অতঃপর ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁৎকার দেবেন এবং তাতে সমস্ত মানুষ কবর হতে পঙ্গপালের ন্যায় হাশরের মাঠের দিকে উঠে আসবে। তারা বিচার- ফয়সালার জন্য আল্লাহর সামনে একত্রিত হবে। সে দিবস হবে পৃথবীর সমানুপাতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আল্লাহ বলেন,

تَعْرُجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর প্রতি ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" (সূরা আল-মাআরিজ : ৪)

এ দিবসটি লোকদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষ করে পাপী এবং অপরাধীদের জন্য, যাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। সূর্য সেদিন মাথার একমুষ্ঠি হাত উপরে থাকবে, যার দোর্দণ্ড প্রতাপ ও খরতাপে ঘামের সমুদ্র বয়ে যাবে। পাপীদের সারা শরীর পুড়ে তামার মত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যারা সৎ, পুণ্যবান ও মুত্তাকী লোক তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন এবং কিয়ামত দিবসের কোন ভয়াবহতাই তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন-

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

"মহাভীতি তাদের বিস্বাদক্লিষ্ট করবে না।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৩)

হাদীসে এসেছে, "হাশরের ময়দানে ঐ উত্তপ্ত সূর্যের প্রখরতা ও কষ্ট হতে সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবেন।" তারা হলেন-

১. ন্যায়পরায়ণ রাজা-বাদশাহ;
২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল ছিল;
৩. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরস্পরকে ভালোবেসেছে;
৪. যে যুবক সুন্দরী লাবণ্যময়ী রমণীর মনের কুপ্রবৃত্তি নিবারণের আহবানে সাড়া দেয়া থেকে বিরত থেকেছে;
৫. যে ব্যক্তি আত্মম্ভরিতার ভয়ে নির্জনে আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থেকে চোখের পানি ফেলেছে;
৬. যে ব্যক্তি অতি গোপনে দান-সাদকা করেছে এবং
৭. যার হৃদয় সর্বদাই মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

আল্লাহ তা'আলা সেদিন মানুষকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং যাতে তারা মিথ্যা উচ্চারণ করতে না পারে এ জন্য তাদের জবান বন্ধ করে দেবেন। ফলে তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের আমল নামার বিবরণ দিবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"আমি আজ তাদের মুখ মোহর করে দেব, তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।" (সূরা ইয়াসিন : ৬৪)

সেদিন আল্লাহর তা'আলা তুলাদণ্ড দ্বারা কৃতকর্ম ওজন করবেন। যার পুণ্যের ভাগ বেশি হবে তিনি হবেন জান্নাতী। আর যার পাপের ভাগ বেশি হবে, সে হবে জাহান্নামী।

এই মর্মে আল্লাহ বলেন-

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ .وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

"তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া।" (সূরা আল-কারিয়া : ৬-৯)

কিয়ামতের নিদর্শন

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংশয় নেই। তবে কিয়ামত সংঘটনের সময়কাল একমাত্র আল্লাহরই জানা। আল্লাহর বলেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে। বল, এ বিষয়ের জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই আছে।" (সূরা আল-আরাফ : ১৮৭)

আবশ্য আল-কুরআন ও আল-হাদীসে কিয়ামত সংঘটন পূর্বেকার কতকগুলো আলামত বা নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোকে শরীআতের পরিভাষা اشراط الساعة বা কিয়ামতের আলামত বলে। এ আলামতগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. প্রথমত : ছোট নির্দশনসমূহ
২. দ্বিতীয়ত : বড় নিদর্শনসমূহ

নিম্নে এ দুই প্রকার আলামতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল :

১. কিয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহ

কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বাভাস হিসেবে যে সব বড় বড় নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হবে সেগুলোর পূর্বে প্রকাশিত নিদর্শনাবলিকে আলামতে সুগরা বা ছোট আলামত বলে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ধীরে ধীর দ্বীনি ইলম (জ্ঞান) লোপ পাবে।

২. অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।
৩. যেনা ও ব্যভিচারের সয়লাবে সমাজ ছেয়ে যাবে।
৪. মদ্যপান ও নেশা গ্রহণ স্বাভাকি হয়ে আসবে
৫. আনুপাতিক হারে পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে।
৬. মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ফলে একজন সক্ষম-সবল পুরুষের দায়িত্বে পঞ্চাশজন মহিলা হবে যাদের দেখা শুনা সে করবে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত ছয়টি আলামতের ধারাবাহিক বর্ণনা বিবৃত হয়েছে।
৭. দেশের শাসনকর্তা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করবে।
৮. আমানতকে গণীমত মনে করে খিয়ানত করবে।
৯. যাকাত প্রদান করাকে দণ্ড স্বরূপ মনে করবে।
১০. জনগণ দীনকে পালন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্জন করবে না।
১১. পুরুষ লোকেরা স্ত্রী লোকের একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত হবে।
১২. সন্তানরা পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে তাদেরকে পর মনে করবে।
১৩. লোকেরা বন্ধু-বান্ধবদের আপন মনে করবে এবং
১৪. পিতা-মাতাসহ আত্মীয়-স্বজনকে দূরে সরিয়ে দিবে।
১৫. মসজিদের মধ্যে উচ্চবাক্য ও অশ্লীল কথা বলবে।
১৬. অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তি দেশ ও সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে।
১৭. লোকেরা অত্যাচারের ভয়ে অত্যাচারী ও শোষক ব্যক্তিকে সম্মান করবে।
১৮. অসৎ, লোভী ও নিকৃষ্ট লোকেরা সমাজ ও জাতির নেতা নিযুক্ত হবে।
১৯. সমাজে নাচ-গান ও নর্তকী-গায়িকার প্রসার ঘটবে।
২০. সমাজে ঢাক-ঢোল, তবলা ও সারিঙ্গিসহ গানবাজনার সামগ্রী ব্যাপক আকার ধারণ করবে।
২১. এ উম্মাতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের দোষারোপ ও অভিশম্পাৎ করবে।
(তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর হাদীসে উক্ত আলামতগুলোর ধারবাহিক বিবরণ মিলে)।
২২. সম্পদ বেড়ে যাবে, সারা পৃথিবী চষেও যাকাত গ্রহণের মত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে "কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না সম্পদ বেড়ে গিয়ে তার সয়লাব হবে, এমনকি ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত গ্রহণের মত কাউকে খুঁজে পাবে না।" (সহীহ মুসলিম)
২৩. সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। অর্থাৎ ঘণ্টা মিনিটের সমান, মাস দিনের সমান এবং বছর মাসের সমান মনে হবে।
২৪. বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বার চিরতরে উন্মুক্ত হবে।
২৫. ৩০ ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করবে।
২৬. কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।
২৭. দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার বেড়ে যাবে।
২৮. ধনীগণ গরীব শ্রেণীকে ঘৃণার চোখে দেখবে।
২৯. বাতিল মতবাদ, বিদআত ও মানব রচিত মতবাদ ব্যাপক আকার লাভ করবে।
৩০. অমুসলমানগণ মুসলমানদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।
৩১. সততা বোকামী বলে গণ্যহবে।
৩২. আদব-কায়দা-শিষ্টাচার হ্রাস পাবে।
৩৩. মিথ্যা ও অন্যায় আইন কানুন জারি হবে।
৩৪. মানুষের মন থেকে খোদাভীতি উঠে যাবে।
৩৫. মিথ্যাবাদী প্রতারকরা বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবে।
৩৬. মানুষের আয়ু কমে আসবে।
৩৭. লোকেরা কুরআন শরীফের সম্মান কম করবে।
৩৮. মানুষ আল্লাহর ইবাদাত কম করবে এবং আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা ও বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।
৩৯. প্রত্যেক জিনিসের স্বাদ, ঘ্রাণ ও বরকত কমতে থাকবে।
৪০. মানুষের লজ্জা ও মায়া-মমতা হ্রাস পাবে।
৪১. মানুষ দুনিয়ার পরিবেশে আকৃষ্ট হবে।
৪২. নতুন নতুন রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
৪৩. লোকেরা দাসী বাঁদীদের সাথে ব্যভিচার করবে।
৪৪. দুশ্চরিত্র লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, পক্ষান্তরে সম্মানী ও চরিত্রবান লোকেরা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবে।
৪৫. মানুষ প্রকাশ্যে নেশাপানে মত্ত হবে এবং এতে সে লজ্জাবোধ করবে না।
৪৬. বড় ব্যক্তিদের মধ্যে অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৪৭. ছোটদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে।

কিয়ামতের বড় নিদর্শনাবলি

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো সংঘটিত হবার পর কতকগুলো বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর আলামত কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে, সেগুলোকে পরিভাষায় আলামতে কুবরা বা বড় বড় নিদর্শনাবলি বলা হয়।

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো সংঘটিত হবার পর কতকগুলো বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর আলামত কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশ পাবে, সেগুলোকে পরিভাষায় আলামতে কুবরা বা বড় বড় নিদর্শনাবলি বলা হয়। হাদীসে এ আলামতগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে মহানবী (স) বলেন- "যখন কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো প্রকাশ পাবে, তখন তোমরা আরো কতকগুলো বড় বড় আলামতের জন্য অপেক্ষা করবে।"

ইমাম মুসলিম এ মর্মে হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল-গিফারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যাতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নের আলামতের বর্ণনা এসেছে-

১. আকাশে ধোঁয়া

হযরত ঈসা (আ)-এর ইন্তিকালের পর ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আল্লাহকে ভুলে নানারূপ পাপ কাজ করতে থাকবে। এ সময় আকাশে এক প্রকার ধোঁয়া দেখা দেবে এবং তা পৃথিবীতে আসলে তার প্রভাবে পৃথিবীর মুসলমানদের সর্দির ভাব হবে এবং কাফিররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। চল্লিশ দিন পর এ ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২. দাজ্জালের আবির্ভাব

দাজ্জাল শব্দটি دجل শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ ভেজাল, প্রবঞ্চনা, মুনাফেকী ও মিথ্যা ভাষণ। দাজ্জাল অর্থ ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী। এ অর্থে দাজ্জাল অনেক হবে। যার মধ্যে এ বিশেষত্ব থাকবে সেই দাজ্জাল হবে। সে হবে কানা, ইয়াহূদী বংশোদ্ভুত। তার উপাধি মসীহ। হাবশীদের চুলের মত তার কেশ কোঁকড়ানো হবে। তার মস্তকের মাঝামাঝি লেখা থাকবে ك ف ر কাফির।

তার বৈশিষ্ট্য থেকে জানা যায়, সে প্রকৃতি বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হবে। লোকদের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা ঘটিয়ে দেখাবে। সে হবে স্বীয় যুগের 'সামেরী' এবং লোকদের উপর জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করা তার জন্য খুবই সহজ হবে। তার আয়ত্ত্বে এমন কিছু উপায়-উপকরণ থাকবে, যা অপর কারো কাছে থাকবে না। এভাবে সে লোকদের নিজের দলে ভিড়াবে। সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে। অবশেষে পুনরায় আবির্ভূত হযরত ঈসা মসীহর (আ) হাতে সে নিহত হবে।

৩. দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব

পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যোদয় হবার পর দ্বিতীয় দিনে বিরাট ভূমিকম্পে মক্কা শরীফের 'সাফা' পাহাড় ফেটে যাবে এবং তার মধ্য থেকে এক অদ্ভুত প্রাণি বের হয়ে আসবে, যা আল্লাহর কুদরতে লোকদের সাথে কথা বলবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِـَٔايَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"আর যখন তাদের ওপর আমার শাস্তি পূর্ণ হওয়ার সময় এসে পৌঁছাবে, তখন আমি তাদের জন্য জমি থেকে একটি প্রাণী বের করবো, তা তাদের সাথে কথা বলবে এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।" (সূরা আন-নামল : ৮২)

হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, "নবী (স) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, হিংস্র জানোয়ার মানুষের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।" (তিরমিযী)

৪. পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়

পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটবে সৌর ব্যবস্থাপনায় -এ পরিবর্তন ভয়ংকর দুর্যোগেরই ঘণ্টা ধ্বনি। সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সুশৃঙ্খলভাবে মহাবিশ্বে সাঁতার কাটছে। তা এখন আল্লাহর হুকুমে এলোমেলো হতে যাচ্ছে। এরপর গ্রহ-নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হতে থাকবে। পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে যেতে থাকবে এবং বন-জঙ্গলের পশু-পাখি এক জায়গায় সমবেত হতে থাকবে।

৫. ঈসা (আ)-এর অবতরণ

হযরত ঈসা (আ) পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। এ বিশেষত্ব কেবল তাঁকেই দান করা হয়েছে, অন্য কোন নবীকে নয়। তাঁকে আল্লাহর আসনে বসান হয়েছে এবং তাঁর নামে অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি রাষ্ট্র রয়েছে-এ বাতিল ধারণাকে প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজেই পুনর্বার আগমন করবেন।

খ্রিস্টানদের এসব কল্পকাহিনীর মূলোৎপাটন তিনি নিজেই করবেন।

সহীহ হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক তিনি পৃথিবীতে আগমন করে প্রথমে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, অতঃপর কাফিরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবেন, তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করবেন, চার্চগুলো ভেঙ্গে দেবেন, কুকুর ও শুকর হত্যা করবেন। তিনি বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান-সন্ততিও হবে। তিনি চল্লিশ বছর যাবত ইসলামী আইনের আলোকে শাসনকার্য ও রাজ্য পরিচালনা করবেন। ইন্তিকালের পর তাকে মহানবী (স)-এর পাশেই দাফন করা হবে।

৬. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব

ইয়াফিস ইবনে নূহ (আ)-এর বংশোদ্ভুত একটি জাতির নাম ইয়াজুজ ও মাজুজ। দুটি পাহাড়ের মধ্যে তাদের অবস্থান। তাদের বের হওয়ার রাস্তাটি বাদশাহ জুলকারনাইন পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করে গেছেন। শেষ যামানায় যখন দেয়াল ভেঙ্গে যাবে, তখন এ সর্বনাশা জাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে; কেউ তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। অবশেষে আসমানী গজবে এরা মারা যাবে। লোকেরা সাত বছর পর্যন্ত তাদের তীর-ধনুক ইন্ধনরূপে ব্যবহার করবে।

৭.৮.৯. পূর্ব-পশ্চিম ও আরব উপদ্বীপে বিরাট ভূমিকম্প

কিয়ামতের বড় আলামতের আর একটি হল-এ সময় প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে তিন তিনটি বিরাট ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হবে।

১০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব

কিয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ইমাম আল-মাহদী (আ) -এর আগমন। মাহদী শব্দের অর্থ হিদায়াত প্রাপ্ত। প্রতিশ্রুত মাহদী হলেন একজন ব্যক্তি, যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আবির্ভূত হবেন। তিনি মহানবী (স) -এর বংশধর। তার নাম, পিতা-মাতার নাম মহানবীর (স) সাথে মিলে যাবে।

১১. ইয়েমেন থেকে অগ্নি নির্গমন

"কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত হল ইয়েমেন থেকে একটি অগ্নিশিখা প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর সব অঞ্চলের লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (মিশকাত)

১২. বায়ু, অগ্নি ও হাবশীর উৎপাত

দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবার পরই সিরিয়ার দিক থেকে এক প্রকার ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হবে, যাতে পৃথিবীরে সমুদয় ঈমানদার ও সৎলোক মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অসৎ লোকেরা বাকী থাকবে। অতঃপর আবিসিনিয়ায় কাফিরদের রাজত্ব ও আধিপত্য হবে। তারা কাবা ধ্বংস করবে। এর অভ্যন্তরের ধনভাণ্ডার উন্মোচন করবে। অত্যাচার, অরাজকতা চরমে পৌঁছবে। লোকেরা পশুর মত ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। কাগজ হতে কুরআন উঠে যাবে। পৃথিবীতে একজন ঈমানদারও বাকী থাকবে না। জোর-যুলুমের দেশ উজাড় হবে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেবে।

১৩. শিঙ্গায় ফুঁৎকার

উপরিউক্ত আলামতসমূহ প্রকাশ পাবার পর হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর নির্দেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন এবং এর আওয়াজের প্রচণ্ডতায় সকল প্রাণীজগত বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আর সকল সৃষ্টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো অস্তিত্ব থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّور فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِى ٱلأَرْض إِلاَّ مَن شَآءَ ٱللَّهُ

"আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে।" (সূরা আয-যুমার : ৬৮)

সারসংক্ষেপ

কিয়ামত হচ্ছে মহাপ্রলয়ের দিবস। মহান আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুঁকারে মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে। সকল মানুষ ও জিন জাতি আল্লাহর আদেশে বিচার-ফয়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে হাশরের ময়দানে, সে মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় কিয়ামত।

কিয়ামতের দিন-ক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (স) কিয়ামতের কিছু নিদর্শনের কথা বলেছেন। সে সব নিদর্শন দেখা গেলে বোঝা যাবে যে, কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঐ নিদর্শন আবার দু'রকম। কিছু কিছু নিদর্শন ছোট আর কিছু রয়েছে বড়। রাসূল (স) কিয়ামতের নিদর্শন বিষয়ে যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কিয়ামত শব্দের অর্থ কী?
   ক. দণ্ডায়মান ও পুনরুত্থান; খ. মহাপ্রলয়;
   গ. শিঙ্গায় ফুঁৎকার; ঘ. বিচারের দিবস।

২. ইসরাফীলের প্রথম ফুঁৎকারে কী হবে?
   ক. মানুষ ও জিন হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য উঠবে;
   খ. পৃথিবীর সকল প্রাণী ও অস্তিত্বশীল বস্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে;
   গ. সকল মানুষ ও জিন কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে;
   ঘ. আল্লাহর দরবারে হাযির হবে।

৩. ইসরাফীলের দ্বিতীয় শিঙ্গায় ফুঁৎকারে মানুষ কী করবে?
   ক. মানুষ কবর হতে হাশরের মাঠের দিকে উঠে আসবে;
   খ. সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে;
   গ. আমলনামা হাতে পাবে;
   ঘ. পশু-পাখি ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?
   ক. দশ হাজার বছর পর; খ. ১১ মুহররম;
   গ. একমাত্র আল্লাহই জানেন; ঘ. আগামী কাল।

৫. কোনটি কিয়ামতের বড় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. আকাশে ধোঁয়া, পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়;
   খ. দুশ্চরিত্র লোকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া;
   গ. ধীরে ধীরে দ্বীনি ইলমের লোপ পাওয়া;
   ঘ. অজ্ঞতার ব্যাপকতা লাভ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কিয়ামতের বিবরণ দিন।
২. কিয়ামতের ছোট ছোট আলামতগুলো উল্লেখ করুন।
৩. কিয়ামতের বড় বড় আলামত লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কিয়ামতের আলামত বলতে কী বুঝেন? কিয়ামতের আলামতসমূহ লিখুন।

পাঠ-৩

বেহেশত ও দোযখ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- বেহেশত কী তা বলতে পারবেন;
- বেহেশতের স্তর কয়টি তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বেহেশতের অবস্থানের কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দোযখ কী তা বলতে পারবেন;
- দোযখের স্তর কয়টি উল্লেখ করতে পারবেন;
- দোযখের শাস্তির বিবরণ দিতে পারবেন;
- বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কিনা -এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বেহেশত ও দোযখ

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভালো ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপঙ্খ হিসাব দিতে হবে এবং সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে এর যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান মেনে নেয়নি বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেনি বরং অন্যায় অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে, পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পাপানুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তথা দোযখ।

যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান মেনে নেয়নি বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেনি বরং অন্যায় অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে, পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পাপানুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তথা দোযখ।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথে জীবন যাপন করেছে, তাকে অনন্ত জীবনের জন্য মহান আল্লাহ পুরস্কারস্বরূপ পরম সুখ স্বাচ্ছন্দের আবাস জান্নাত বা বেহেশত দান করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ .فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।" (সূরা আন-নাযি'আত : ৪০-৪১)

'পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাদের জন্য অনন্ত সুখ ও প্রশান্তিময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নিআমতে সুসজ্জিত আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।'

বেহেশত

বেহেশত ফারসি শব্দ। আরবিতে একে বলা হয় 'জান্নাত' الجنة। আভিধানিক অর্থ পুষ্পোদ্যান, বাগান, বাগিচা, গুলশান। বাংলা ভাষায় জান্নাতকে বলা হয় স্বর্গ।

ইসলামের পরিভাষায় জান্নাতের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষে কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাদের জন্য অনন্ত সুখ ও প্রশান্তিময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নিআমতে সুসজ্জিত যে আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।

বেহেশতের স্তর

বেহেশতের নায-নিআমত এবং বেহেশতীদের অবস্থান অনুসারে বেহেশতের ৮টি স্তর রয়েছে। যথা-

১. জান্নাতুল ফিরদাউস;
২. দারুল মাকাম;
৩. দারুল কারার;

৪. দারুস সালাম;
৫. জান্নাতুল মাওয়া;
৬. জান্নাতুন নাঈম;
৭. দারুল খুলদ;
৮. জান্নাতু আদন।

বেহেশতের অবস্থান

বেহেশতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বেহেশত হল জান্নাতুল ফিরদাউস এবং সর্বনিম্ন হল-জান্নাতু আদন। সওয়াব ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন স্তরের বেহেশতে অবস্থান করবেন।

বেহেশতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বেহেশত হল জান্নাতুল ফিরদাউস এবং সর্বনিম্ন হল-জান্নাতু আদন। সওয়াব ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন স্তরের বেহেশতে অবস্থান করবেন। বিচারে যাঁরা প্রথম স্তরের সৎ কর্মশীল বলে বিবেচিত হবেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপী বলে সাব্যস্ত হবেন, তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তারা নিজেদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর পুনরায় বেহেশতে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। যাঁরা একবার বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবেন, তাঁদেরকে আর কোন সময়ই সেখান হতে বহিষ্কার করা হবে না। অনন্তকালের জন্য তাঁরা সে পরম সুখময় জান্নাতেই অবস্থান করবেন।

বেহেশতের পরিবেশ

বেহেশত চির শান্তিময় স্থান। সেখানে রোগ শোক, জন্ম-মৃত্যু ও বার্ধক্য থাকবে না। বেহেশতের ভিত্তি স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত। এর ভূমি মিশকের ন্যায়, বালি কর্পুরের ন্যায় ও তরুলতা জাফরানের ন্যায় সুগন্ধিপূর্ণ সুশোভিত, সুমোহিত, সুসজ্জিত। এর ঝর্ণাধারাগুলো সুগন্ধে পরিপূর্ণ। এতে দুগ্ধ, মধু, পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবহমান। এতে নানা রকম সুস্বাদু ফলের সুশোভিত বাগ-বাগিচা রয়েছে। বাগানের তলদেশ দিয়ে সদা প্রবহমান ঝর্ণধারা অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আছে। বেহেশতের প্রাসাদসমূহ মণি, মুক্তা, ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈরি। তার শয্যা ও আসনসমূহ মণি মুক্তা খচিত। প্রাসাদসমূহের মধ্যে এমন মনোরমা ও মনোহারিনী নয়ন বিশিষ্ট পরমা সুন্দরী হুরগণ রয়েছেন, যাঁদেরকে কখনো কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেননি। মুক্তার ন্যায় চির কিশোর গিলমান তাদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পানি পরিবেশন করবে। প্রত্যেক বেহেশতীর জন্য দুটো স্বর্ণের ও দুটো রৌপ্যের বাগান থাকবে। পার্থিব জগতের ধার্মিকা স্ত্রী ও সন্তানগণ তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। নর-নারী প্রত্যেকেই চির যৌবনা হবে, কখনো বৃদ্ধ হবেন না। তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তারা কোন সময় অসহনীয় শীত-গরম অনুভব করবেন না। তাদের কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না এবং যা কিছু চাইবে, চাওয়া মাত্র সবকিছু উপস্থিত হয়ে যাবে।

বেহেশতের সুখ-শান্তি

বেহেশতের আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি কি পরিমাণে মানুষকে দেওয়া হবে, তা মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। এ মর্মে আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা করেন-

أعددت لعبادى الصا لحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

আল্লাহ বলেন, "আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কর্ণ কখনো শোনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কখনো কল্পনাও করেনি।"

বেহেশতের নিআমত চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত

বেহেশতের সুখ-শান্তি, আনন্দ অসীম ও অফুরন্ত। এ নশ্বর জগতের সবকিছু সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি, রূপ-যৌবন, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি যা কিছু পার্থিব জীবনে ভোগ-ব্যবহার করে, তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ মানুষকে যে নিআমত-রাজি দান করবেন, তা সবই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত। এ মর্মে আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন-

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা ফুস্‌সিলাত : ৮)

বেহেশতের পানীয়ের স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً

"সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ কাফূর।" (সূরা আদ-দাহর : ৫)

দোযখের বিবরণ

'দোযখ' ফারসী শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে নার বা জাহান্নাম। এর আভিধানিক অর্থ নরক, শাস্তির জায়গা, দুঃখময় স্থান। 'জাহান্নাম' ও 'নার' উভয় শব্দের আক্ষরিক অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

'দোযখ' ফারসী শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে নার বা জাহান্নাম। এর আভিধানিক অর্থ নরক, শাস্তির জায়গা, দুঃখময় স্থান। 'জাহান্নাম' ও 'নার' উভয় শব্দের আক্ষরিক অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

শেষ বিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী, নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহর পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চির দুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, তাকেই 'জাহান্নাম' বা দোযখ বা নরক বলা হয়। এ জাহান্নামী বা নরকীদের মধ্যে যারা কাফির ও মুশরিক হবে, তারা অনন্তকালের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে যাদের হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর দোযখ হতে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাবার অনুমতি পাবে।

দোযখের স্তর

শাস্তির ধরণ অনুযায়ী দোযখের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং সে স্তর অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-

১. জাহান্নাম;
২. হাবিয়াহ;
৩. জাহীম;
৪. সাকার;
৫. হুতামাহ;
৬. লাযা;
৭. সাঈর।

দোযখ কঠিন শাস্তির স্থান

যারা পার্থিব জীবনে পাপাচারে লিপ্ত হবে, তারাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। পাপী লোকদের অনন্ত জীবনের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلۡمُجۡرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

"নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।" (যুখরুফ : ৭৪)

দোযখবাসীদের শাস্তির কঠেরতা সম্পর্কে মহান আল্লাহর বলেন-

فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ

"সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ৮৬)

দোযখের অভ্যন্তরে সত্তর হাজার তথা অগণিত অগ্নি-শাস্তি উপত্যকা আছে। প্রত্যেক উপত্যকায় সত্তর হাজার তথা প্রচুর বিষধর সাপ ও সত্তর হাজার বিষধর তথা অনেক-অনেক বিচ্ছু রয়েছে। এরা দোযখবাসীদেরকে অনবরত দংশন করতে থাকবে। দোযখের গভীরতা এতই বেশি যে, এর মুখ হতে যদি এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং সত্তর বছর ধরে যদি ঐ পাথর নিচের দিকে পড়তে থাকে, তবুও তা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছবে না। এমন ভীষণ আযাবের স্থল দোযখ।

দোযখে জাহান্নামীদেরকে অগ্নির খাদ্য, পানীয়, অগ্নির পরিধেয়, অগ্নির বিছানা দেওয়া হবে। অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়বে এবং পানি পানি বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে দুর্গন্ধময় ফুটন্ত পুঁজ, পঁচা রক্ত ইত্যাদি পুঁতি গন্ধময় পানীয় দেওয়া হবে। এমন দুর্গন্ধময় পানি তাদেরকে

দেওয়া হবে, যার একবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হলে সমগ্র পৃথিবী পুঁতি গন্ধময় হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত।

দোযখের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা এত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যে, পাপাসক্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে তাদের দেহের মাংস খসে পড়বে। অতঃপর নতুন মাংস ও চামড়া সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় তাদের ওপর ঐরূপ শাস্তি আসতে থাকবে। জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে অধিক তেজস্ক্রিয় হবে।

পাপী লোকেরা বিশেষ করে কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামের অনন্তকালীন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা দোযখের অনন্তকালীন শাস্তি হতে কখনও পরিত্রাণ পাবে না।

আলিমগণের মতে বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোথায় আছে- সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর আরশের নিচে এবং জাহান্নাম সাত স্তর জমিনের নিচে অবস্থিত।

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে কিনা এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, মুতাযিলা ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মুতাযিলাদের মত

মুতাযিলাদের মতে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে ঠিকই, তবে বর্তমানে নেই। আখিরাত তথা বিচার দিবসে সৃষ্টি করা হবে।

ভ্রান্ত দার্শনিকদের অভিমত

ভ্রান্ত মতবাদের অধিকারী দার্শনিকদের মতে জান্নাত ও জাহান্নামের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত

তাঁদের মতে বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তবে কোথায় আছে, এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর আরশের নিচে এবং জাহান্নাম সাত স্তর জমিনের নিচে অবস্থিত।

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যামান থাকার পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা হচ্ছে-

আল্লাহ বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান বা বসবার কর।" এ থেকে বুঝা যায় জান্নাত বর্তমানে বিদ্যামান আছে। কেননা জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে আদম (আ)-কে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। কুরআনের আরও অনেক আয়াতে জান্নাতের বর্তমান অবস্থানের কথা বোঝা যায়। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে না থাকলে কুরআনে এমনভাবে বলা হতো না।

পবিত্র মিরাজ এর শুভ রজনীতে মহানবী (স) জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণ করেছেন, যার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে ভ্রমণ করিয়েছি" এর মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের কথাই বুঝা যাচ্ছে। যদি জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে মওজুদ না থাকত, তাহলে মিরাজের রজনীতে মহানবী (স) কীভাবে তা প্রত্যক্ষ করেন।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই বর্তমানে বিদ্যমান আছে। আর এসব কিছু আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ মহাক্ষমতার অধিকারী, তিনি অদৃশ্য জগতে বিশাল জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করে রাখতে সক্ষম।

সারসংক্ষেপ

ইহকালই মানবজীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পর রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে মানুষকে পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব দিতে হবে। ঈমান, সততা, তাকওয়া- পরহেজগারীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাত। আর অসৎ পাপী ভণ্ড লোকদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

বেহেশতের অনন্ত সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস এবং আরাম-আয়েশের কথা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য বিধায় আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন বোধগম্য উপমা দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের অফুরন্ত সুখ বিলাস ও নিয়ামতরাশি এবং আরাম আয়েশের প্রকৃত স্বরূপ, পার্থিব সুখ বিলাস হতে যে কত বেশি ও উন্নতর, তা অকল্পনীয়। আর দোযখ অতীব ভয়ানক বিভীষিকাময় শাস্তি, দুঃখময় এবং যন্ত্রণাদায়ক স্থান। এ নাম শুনলেই শরীর শিউরে উঠে। এটা একটা ভীষণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। আল্লাহর অবাধ্য, বেঈমান, মুনাফিক, কাফির, মুশরিক, পাপাচারী তথা দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির স্থান হলো এ জাহান্নাম। সেখানে এদের জন্য থাকবে শাস্তির হাজারো রকম ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি শাস্তি হবে ভীষণ থেকে ভীষণতর। বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্তির যে ব্যবস্থা হবে, মহানবী (স) মিরাজের রাতে জাহান্নামীদের পরিদর্শনে গেলে জিব্রাঈল (আ) সেগুলো তাকে দেখিয়েছিলেন।

অতএব আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতার কথা সদা স্মরণ রেখে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নামের শাস্তি হতে নাজাত পাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. কোনটি বেহেশতের স্তর-
   ক. দারুল কারার;
   খ. জাহীম;
   গ. বাইতুল খুলদ;
   ঘ. দারুল আমান।

২. বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?
   ক. জান্নাতুন নাঈম;
   খ. জান্নাতু আদন;
   গ. দারুস সালাম;
   ঘ. জান্নাতুল ফিরদাউস।

৩. কোন শব্দটি দোযখ অর্থ বোঝায় না?
   ক. জাহান্নাম;
   খ. নার;
   গ. নূর;
   ঘ. নরক।

৪. দোযখের স্তর নয় কোনটি?
   ক. জাহান্নাম;
   খ. জাহীম;
   গ. হুতামাহ;
   ঘ. যাক্কুম।

৫. কারা মনে করেন বেহেশত ও দোযখ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে?
   ক. সুন্নীরা;
   খ. মুতাযিলারা;
   গ. ভ্রান্ত দার্শনিকরা
   ঘ. আস্তিকগণ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. বেহেশত অর্থ কী এবং এর স্তর কয়টি ও কী কী? লিখুন।
২. বেহেশতের অবস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।
৩. দোযখ কী? দোযখের স্তর ও শাস্তির বর্ণনা দিন।
৪. বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব আছে কী? মতামতগুলো বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে কী বুঝায়? জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তির বিরবণ দিন।